একক ৫ ❐ রেফারেন্স বিধি

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ অসুবিধা

৫.৩ সুবিধা

৫.৪ ধরন

৫.৫ ব্যবহার

৫.৬ অনুশীলনী

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৫.১ প্রস্তাবনা

বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের প্রধান গুণ হচ্ছে এই বিন্যাস পদ্ধতি সহজ এবং সরল। পাঠক ও ব্যবহারকারী এবং গ্রন্থাগারকর্মী, উভয় পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য। বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের আর একটি গুণ এই যে এই পদ্ধতি অব্যর্থ সন্ধানী, যদি আদ্যবর্ণ ব্যবহারকারীর জানা থাকে। সেক্ষেত্রে শীর্ষকে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ তাঁর সন্ধান অব্যর্থ করবে। এই বিন্যাস পদ্ধতিতে বর্ণের বিন্যাস যেমন সহজ ও সরল তেমনই সন্ধান প্রাপ্তি নিশ্চিত। এই গুণটি বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের অন্তর্নিহিত গুণ। যার ফলে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস এত জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের এই গুণটিই তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতার উৎস। কারণ, পাঠক বা ব্যবহারকারী যদি আদ্যবর্ণ না জানেন বা শীর্ষকের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ না জানেন, যদি সমার্থক শব্দের জন্য অন্য শব্দের বর্ণানুক্রমে এন্ট্রি বিন্যস্ত থাকে, যে শীর্ষকে পাঠক সন্ধান করছেন সেই শীর্ষকে না থেকে যদি অন্য শীর্ষকে এন্ট্রি বিন্যাস করা হয়, সেই অবস্থায় বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অব্যর্থ সন্ধানী হবে না। সুনির্দিষ্ট বর্ণটি বা শব্দটি না জানলে সমভাবে পাঠক অনুসন্ধানে ব্যর্থ হবেন।

৫.২ অসুবিধা

সুনির্দিষ্ট এন্ট্রি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা আছেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের আর একটি অসুবিধা। আদ্যবর্ণের দ্বারা এন্ট্রিগুলি বিন্যস্ত হয় বলে একটি বিষয়ের বিভিন্ন শাখা, বিভাগ ও উপবিভাগগুলি বিভিন্ন বর্ণ অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। ফলে কোনো পাঠক বা ব্যবহারকারীর পক্ষে একটি বিষয়ের সবগুলি শাখা বা বিভাগের উপর লিখিত গ্রন্থগুলির এন্ট্রি এক জায়গায় পাওয়া সম্ভব হয় না। এমনকি, একটি বিষয়ের কতগুলি শাখা বা বিভাগ ক্যাটালগে রেকর্ড করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয় না। আরও একটি অসুবিধা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির এন্ট্রি বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের ফলে ক্যাটালগের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত হয়। তাদের মধ্যে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয় না। সেই কারণে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেমন অব্যর্থ সন্ধানী তেমনই অনেক ক্ষেত্রে অকার্যকরী।

৫.৩ সুবিধা

বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য এবং বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসকে অধিকতর কার্যকরী করার জন্য যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে রেফারেন্স (reference) বা সংযোগসূত্র স্থাপন। যে-কোনো বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে এই পদ্ধতি একান্ত বাধ্যতামূলক। এই পদ্ধতি ব্যতীত বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস প্রার্থিত সাফল্য ও কার্যকারিতা লাভ করতে পারে না। পাঠক যদি প্রমথ চৌধুরী লিখিত গ্রন্থ পাঠ করতে আগ্রহী হন তিনি প-বর্ণে সন্ধান করবেন। কিন্তু যদি মুখ্য এন্ট্রি প্রথম চৌধুরীর ছদ্মনাম 'বীরবল'-এর শীর্ষকে থাকে সেই পাঠক প-বর্ণে এন্ট্রি পাবেন না। কারণ এন্ট্রি 'ব'-বর্ণে বিন্যস্ত আছে। সেক্ষেত্রে তাঁর সন্ধান ব্যর্থ হবে। কিন্তু রেফারেন্স ব্যবহার করে যদি দুইটি ভিন্ন বর্ণের শীর্ষকের মধ্যে সংযোগ সূত্র স্থাপন করা যায়। তবে পাঠক প-বর্ণে এন্ট্রি পাবেন না, কিন্তু নির্দেশ পাবেন যে মুখ্য এন্ট্রি ব-বর্ণে আছে। পাঠক ব-বর্ণে সন্ধান করবেন এবং এন্ট্রি পাবেন। এক্ষেত্রে বর্ণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পাঠক নির্দিষ্ট এন্ট্রি পাবেন। এই রেফারেন্স কার্ড করতে হবে নিম্নোক্ত ভাবে

প্রমথ চৌধুরী

দেখুন

বীরবল

এক্ষেত্রে রেফারেন্স কার্ডটি প-বর্ণ ও ব-বর্ণের মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপন করছে। রেফারেন্স ক্যাটালগ এন্ট্রি নয়, কারণ রেফারেন্স কার্ডে গ্রন্থের কোনো তথ্য থাকে না। ক্যাটালগে অ-ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের সন্ধান দেয়, কেবল নির্দেশক মাত্র।

পাঠক বা ব্যবহারকারী যখন বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে কোনো বিষয় সম্পর্কে এন্ট্রি সন্ধান করতে থাকেন তখন তিনি ও অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোনো পাঠকের অধ্যয়নের বিষয় হচ্ছে 'সূর্য'। প্রাথমিকভাবে সূর্য তিনটি বিষয়ের শীর্ষকে থাকতে পারে, সূর্য, সৌরজগৎ ও জ্যোতির্বিদ্যা। বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস এন্ট্রিগুলি তিনটি বিভিন্ন স্থানে বিন্যস্ত হবে। যিনি সূর্য সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে চান, তাঁর বিষয় হতে পারে—সূর্য, সূর্যগ্রহণ, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, সৌর কলঙ্ক, সৌরশক্তি, সৌরতাপ, সূর্যের উপাদান ও গঠন প্রভৃতি। ক্যাটালগে এই বিষয়গুলির অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন শীর্ষকে হবে। ফলে পাশাপাশি বিন্যস্ত হবে না। বিষয়ের কতগুলি বিভাগ ক্যাটালগে আছে, পাঠকের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগসূত্র স্থাপনের উপায় হচ্ছে রেফারেন্স ব্যবহার করা। নিম্নলিখিতভাবে বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ সাধন করা যেতে পারে—

সৌরজগৎ	সূর্যগ্রহণ	সূর্য	সূর্য
দেখুন	দেখুন	আরও দেখুন	আরও দেখুন
সূর্য	সূর্য	সৌর কলঙ্ক	সৌরশক্তি
সৌরতাপ	জ্যোতির্বিদ্যা	সূর্য	সৌরশক্তি
দেখুন	আরও দেখুন	আরও দেখুন	আরও দেখুন
সৌরশক্তি	সৌরজগৎ	সূর্য : উপাদান ও গঠন	সূর্য : উপাদান ও গঠন

দুই ধরনের রেফারেন্স, 'দেখুন' এবং 'আরও দেখুন' ব্যবহার করে যে-কোনো দুইটি বা ততোধিক বিষয় শিরোনাম অথবা শীর্ষকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায়। ফলে বর্ণানুক্রমিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শিরোনামগুলি পাঠক বা ব্যবহারকারীর সন্ধান সীমানার মধ্যে চলে আসে। যে-কোনো ধরনের বর্ণানুক্রমিক ক্যাটালগে এবং বর্গীকৃত ক্যাটালগের সূচীতে রেফারেন্স খুবই কার্যকরী সংযোগ মাধ্যম।

অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস (১৯৬৭)-এ রেফারেন্স সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে এইভাবে যে রেফারেন্স হচ্ছে 'A direction from one heading or entry to another'। রেফারেন্স সাধারণত দুই ধরনের হয়, 'দেখুন' (See reference) রেফারেন্স এবং 'আরও দেখুন' (See also) রেফারেন্স।

৫.৪ ধরন

১. 'দেখুন' রেফারেন্স

এই রেফারেন্স ব্যবহার করা হয় সমার্থক অথবা সমশীর্ষক শব্দ বা শব্দগুচ্ছের ক্ষেত্রে। যে শিরোনামটি ক্যাটালগে ব্যবহার করা হয়েছে সেই শিরোনামে যদি নির্দেশ দিতে হয়, সেক্ষেত্রে 'দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহার করে নির্দেশ দেওয়া হয়। এটি সবসময়েই ব্যবহার করা হয় ক্যাটালগে অ-ব্যবহৃত শীর্ষক থেকে ব্যবহৃত শীর্ষকে। যেমন—

বয়স্ক শিক্ষা	বনফুল
দেখুন	দেখুন
লোকশিক্ষা	মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ

এক্ষেত্রে ক্যাটালগে 'বয়স্ক শিক্ষা' শীর্ষকটি ব্যবহার করা হয়নি। বয়স্ক শিক্ষার উপর লিখিত গ্রন্থগুলি 'লোকশিক্ষা' বিষয়-শীর্ষকে ক্যাটালগে বিন্যাস করা হয়েছে। যদি কোনো পাঠক বা ব্যবহারকারী 'বয়স্ক শিক্ষা' শীর্ষকে সন্ধান করতে আসেন, তিনি 'বয়স্ক শিক্ষা' শীর্ষকে এন্ট্রিগুলি পাবেন না। তাঁকে 'দেখুন' রেফারেন্সের মাধ্যমে 'লোকশিক্ষা' শীর্ষকে সন্ধান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারণ বয়স্ক শিক্ষার এন্ট্রিগুলি 'লোকশিক্ষার' শীর্ষকে আছে। অনুরূপভাবে বনফুল লিখিত গ্রন্থগুলি এন্ট্রির জন্য 'মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ' শীর্ষক এন্ট্রিগুলি নির্দেশ করা হচ্ছে। এই দুই ক্ষেত্রে 'বয়স্ক শিক্ষা' এবং 'বনফুল', এই দুইটি শিরোনাম ক্যাটালগ এন্ট্রিতে ব্যবহার করা হয়নি।

২. 'আরও দেখুন' রেফারেন্স

এই রেফারেন্স ব্যবহার করা হয় সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত শিরোনামগুলির জন্য। এক্ষেত্রে প্রথম শিরোনামটি ক্যাটালগে ব্যবহৃত হয়েছে এবং নির্দেশিত দ্বিতীয় শিরোনামটিও ব্যবহৃত হয়েছে। দুইটি শিরোনামেই ক্যাটালগে এন্ট্রি আছে। কিন্তু বর্ণানুক্রমিক ব্যবস্থার জন্য যখন সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির এন্ট্রি ক্যাটালগের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে, তখন সেই বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত শিরোনামগুলির মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য 'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই রেফারেন্স ব্যবহার করা হয় ক্যাটালগের ব্যবহৃত এক শিরোনাম থেকে ব্যবহৃত অন্য শিরোনামে। যেমন—

স্থাপত্য শিল্প	জনস্বাস্থ্য
আরও দেখুন	আরও দেখুন
ভাস্কর্য	স্বাস্থ্যবিধি

এক্ষেত্রে ক্যাটালগে স্থাপত্যশিল্প ও ভাস্কর্য এবং জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, সবগুলি শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু বিষয়গুলি যথাক্রমে সম্পর্কিত বলে রেফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সংযোগ সাধন করা হয়েছে।

৫.৫ ব্যবহার

ক্যাটালগে রেফারেন্সের ব্যবহার দুই প্রকারের হতে পারে। যথা,

১. সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স (Specific reference)

২. সাধারণ রেফারেন্স (General reference)

একটি সুনির্দিষ্ট শিরোনাম (specific heading) থেকে যদি অন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিরোনামে রেফারেন্স দিয়ে নির্দেশ করা হয়, সেই রেফারেন্সকে সুনির্দিষ্ট রেফারেন্স বলা হয়। উল্লিখিত উদাহরণগুলি সুনির্দিষ্ট রেফারেন্সের (specific reference) উদাহরণ। কারণ সব ক্ষেত্রেই প্রথম এবং দ্বিতীয় শিরোনাম সুনির্দিষ্ট শিরোনাম। যেক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট শিরোনাম থেকে অন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিরোনামে নির্দেশ না করে সাধারণভাবে একটি শ্রেণি অথবা নাম বা বিষয়গুচ্ছকে নির্দেশ করা হয়, তাকে সাধারণ রেফারেন্স (general reference) বলে। যেমন,

গাছ	বাংলার ইতিহাস
আরও দেখুন	আরও দেখুন
বিভিন্ন একক গাছের নামে যেমন	জেলাগুলির ইতিহাসের নামে যেমন,
আম গাছ, বট গাছ, নিম গাছ প্রভৃতি	বর্ধমানের ইতিহাস, জলপাইগুড়ির ইতিহাস প্রভৃতি

উল্লিখিত দুইটি উদাহরণে প্রথম শিরোনাম দুইটি সুনির্দিষ্ট শিরোনাম কিন্তু নির্দেশ যখন করা হয়েছে, তখন সুনির্দিষ্ট শিরোনামে নির্দেশ না করে একই শ্রেণির বিষয়গুচ্ছ বা নামগুচ্ছকে নির্দেশ করা হয়েছে। নির্দেশিত বিষয় সুনির্দিষ্ট নয় বলে এই ধরনের রেফারেন্সকে সাধারণ রেফারেন্স (general reference) বলা হয়।

রেফারেন্স ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় মনে রাখা খুবই প্রয়োজনীয়।

১. যে-কোনো ধরনের রেফারেন্স ব্যবহার করার উপযোগী শিরোনাম ক্যাটালগ এন্ট্রির শীর্ষকগুলিতে থাকবে।

২. 'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহার করার উপযোগী বিভিন্ন প্রকারের বিষয়-শিরোনামগুলি ক্যাটালগে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত হবে।

৩. সকল ধরনের রেফারেন্সের একটি বর্ণানুক্রমিক রেকর্ড বা তালিকা ক্যাটালগ বিভাগে রাখতে হবে। এর ফলে যখন এবং যেক্ষেত্রে শিরোনামে সংশোধন করা হবে অথবা পরিবর্তন করা হবে, রেফারেন্স কার্ডগুলি যেন সংশোধন করা হয়।

রেফারেন্স ব্যবহারের জন্য একটি সাধারণ নিয়মবিধি প্রবর্তন বাধ্যতামূলক। এর ফলে একই নির্দেশের

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন হবে না। রেফারেন্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষার জন্য বিষয় অথরিটি তালিকা (Subject Authority List) ক্যাটালগ বিভাগে প্রস্তুত করতে হবে। সেই বিষয় অথরিটি তালিকাটি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা উচিত বিষয়-শিরোনামের সংশোধন, পরিবর্তন এবং বিকাশের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে। যে বিষয় অথরিটি তালিকাটি ক্যাটালগ বিভাগে রাখা হবে, সেই তালিকার প্রতিটি বিষয়-শিরোনামের অধীনে রেফারেন্স ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিষয়-শিরোনামগুলি তালিকাভুক্ত করতে হবে। যেমন—বিষয় অথরিটি তালিকাভুক্ত বিষয় হচ্ছে 'কর'। এক্ষেত্রে কী কী 'দেখুন' এবং 'আরও দেখুন' রেফারেন্স হতে পারে তার উদাহরণ দেখা হল,

কর

'দেখুন'

ট্যাক্স

'আরও দেখুন' আয় কর, উপহার কর, চুঙ্গি কর, বিক্রয় কর, সম্পদ কর

বিষয় অথরিটি তালিকার প্রতিটি একক বিষয়ের নীচে এইভাবে রেফারেন্স ব্যবহারের উপযোগী বিষয়-শিরোনামগুলি নির্দিষ্টভাবে দেওয়া উচিত। এই বিষয়-শিরোনামগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১. 'দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহারের উপযোগী সমার্থক শব্দগুলি এবং সমধর্মী শব্দগুলি, যেমন— গ্রন্থকারের ছদ্মনাম ও নিজস্ব নাম।

২. একই শব্দ যখন বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ একই শব্দ গ্রন্থকার, গ্রন্থনাম প্রভৃতি হলে বিভিন্ন শিরোনামের পার্থক্য কীভাবে সূচিত হবে।

৩. 'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহারের উপযোগী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির শিরোনাম।

৪. 'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহারের উপযোগী ব্যাপক বিষয়ক্ষেত্র থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ব্যবহারযোগ্য বিষয়-শিরোনাম।

৫. 'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহারের উপযোগী বিষয়-শিরোনাম এবং তার বিভাগ ও উপবিভাগগুলির শিরোনাম।

৬. 'আরও দেখুন' ব্যবহারের উপযোগী সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলির শিরোনাম।

দেখুন রেফারেন্স

'দেখুন' রেফারেন্স (Sea reference) ব্যবহার করা যেতে পারে সমার্থক শব্দ, বিষয়-শিরোনাম এবং পাঠক বা ব্যবহারকারীর সম্ভাব্য সন্ধানসূত্র ক্ষেত্রে। সেই ক্ষেত্রগুলি নীচে দেওয়া হল।

১. সমার্থক শব্দ

গীত

দেখুন

সঙ্গীত

২. যুগ্মশিরোনামের দ্বিতীয় অংশ

রপ্তানি

দেখুন

বহির্বাণিজ্য ও রপ্তানি

৩. শিরোনামের বিপরীত শব্দ

কৃষি রসায়ন

দেখুন

রসায়ন-কৃষি

৪. বানানের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে

মুখার্জি

দেখুন

মুখোপাধ্যায়

৫. একই বিষয়-শিরোনামে ব্যবহৃত বিপরীতার্থক শব্দ

পুণ্য

দেখুন

পাপ ও পুণ্য

৬. একবচন থেকে বহুবচন

পর্বত

দেখুন

পর্বতমালা

৭. একাধিক নামের ক্ষেত্রে

কালকূট

দেখুন

সমরেশ বসু

পাঠক যে শিরোনামটি মনে রেখে ক্যাটালগ ব্যবহার করতে আসবেন, যদি সেই বিশেষ শিরোনামে এন্ট্রি ক্যাটালগে না থাকে তবে পাঠক বা ব্যবহারকারী এন্ট্রি পাবেন না। 'দেখুন' রেফারেন্স এইভাবে পাঠকের সম্ভাব্য সন্ধানসূত্রকে ক্যাটালগ রক্ষিত এন্ট্রির প্রতি নির্দেশ করে যদি সেই সন্ধানসূত্রের অধীনে ক্যাটালগ এন্ট্রি না থাকে। রেফারেন্স এই দিক দিয়ে পাঠক বা ব্যবহারকারীর একান্ত সহায়ক।

'আরও দেখুন' রেফারেন্স

'আরও দেখুন' রেফারেন্স (See also reference) ব্যবহার করা হয় ক্যাটালগে ব্যবহৃত একটি শিরোনাম থেকে অন্য ব্যবহৃত শিরোনামে। এর ফলে দুইটি শিরোনামের অধীনে রক্ষিত সবগুলি এন্ট্রির মধ্যে সংযোগসাধন সম্ভব হয়। পাঠক যে বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ করতে আগ্রহী তিনি সেই বিষয়ের শিরোনামে এন্ট্রি পাবেন অধিকন্তু

যে বিষয়-শিরোনাম তাঁর কাছে অজ্ঞাতপূর্ব ছিল বা তিনি আগ্রহী ছিলেন না, সেই বিষয়-শিরোনামের অধীন এন্ট্রিগুলিও পাঠক দেখতে পাবেন। ফলে পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং বিষয়ের পরিধি ব্যাপ্ত হবে। 'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহারের ফলে একটি বিষয়ের থেকে সেই বিষয়ের শাখা বা বিভাগগুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্ট এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলির সম্পর্কেও অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। এই বহুমুখী সন্ধানসূত্র বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের মধ্যেও বিষয় সন্ধানের নূতন নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করে।

'আরও দেখুন' রেফারেন্স (See also reference) প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ এবং সমন্বয় সাধন করা এই রেফারেন্সের উদ্দেশ্য।

ক. ব্যাপক বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়

বিষয় বিভাজনের যে-কোনো স্তরে ব্যাপক বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ব্যাপক বিষয়ের বিভিন্ন শাখা, বিভাগ এবং উপবিভাগ সুনির্দিষ্টভাবে 'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যবহার করে নির্দেশ করা যায়। যেমন—

রসায়ন
আরও দেখুন
জৈব রসায়ন

'আরও দেখুন' রেফারেন্স ব্যাপক বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়কে যখন নির্দেশ করবে তখন প্রতি ক্ষেত্রে নির্দিষ্টভাবে বিষয়ের পরবর্তী স্তরকে নির্দেশ করবে। কোনোভাবেই নির্দিষ্ট পরবর্তী স্তরকে অতিক্রম করে তার পরবর্তী স্তরকে নির্দেশ করবে না। যেমন—

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান	গ্রন্থবিদ্যা
আরও দেখুন	আরও দেখুন
গ্রন্থবিদ্যা	মুদ্রণের ইতিহাস

কিন্তু কখনোই নির্দিষ্ট পরবর্তী স্তর অতিক্রম করবে না এবং নিম্নোক্তভাবে নির্দেশ করবে না,

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান
আরও দেখুন
মুদ্রণের ইতিহাস

খ. সংশ্লিষ্ট এবং সম্পর্কিত বিষয়

সমমর্যাদাসম্পন্ন দুইটি বিষয় সংশ্লিষ্ট (allied subjects) বিষয় অথবা সম্পর্কিত বিষয় (related subjects) 'আরও দেখুন' রেফারেন্স দিয়ে সংযোজিত হতে পারে। যেমন—

লাইনোটাইপ	রূপকথা
আরও দেখুন	আরও দেখুন
মনোটাইপ	উপকথা

উল্লিখিত বিষয়গুলির কোনোটিই অন্যটির অন্তর্ভুক্ত নয়। দুইটি বিষয় স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিষয় হওয়ার জন্য এই দুইটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগসাধন বাঞ্ছনীয়।

গ. দুইটি পৃথক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক

কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে দুইটি আপাতসম্পর্কবিহীন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ সাধনের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে আন্তর্বিষয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ধরনের রেফারেন্স সময় সময় পাঠক বা ব্যবহারকারীকে সহায়তা করতে পারে। যেমন—

প্রাচীন ইতিহাস

আরও দেখুন

অনুশাসন

এক্ষেত্রে অনুশাসন প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত সুনির্দিষ্ট বিষয় নয়। তেমনি প্রাচীন ইতিহাস ও অনুশাসন সমমর্যাদাসম্পন্ন সম্পর্কিত বিষয় নয়। অতএব এই দুই বিষয়ের মধ্যে 'আরও দেখুন' রেফারেন্স কষ্টকল্পিত মনে হয়। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের উৎস হিসাবে অনুশাসনে লিপিবদ্ধ তথ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রামাণ্য তথ্য এবং সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এই ধরনের রেফারেন্স কিছুটা তির্যক রেফারেন্স হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে। পাঠক বা ব্যবহারকারীকে বিষয় নির্দেশে সহায়তা করার জন্য এই ধরনের 'আরও দেখুন' রেফারেন্স প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করা যেতে পারে।

উপরোক্ত 'আরও দেখুন' রেফারেন্স একমুখী রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আরও দেখুন' রেফারেন্স উভয়মুখী বিষয় রেফারেন্স (Subject Cross-references) হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। দুইটি বিষয়-শিরোনামকে পরস্পরের দিক থেকে নির্দেশিত করা যায়। যেমন—

চিত্রকলা	অঙ্কনবিদ্যা
আরও দেখুন	আরও দেখুন
অঙ্কনবিদ্যা	চিত্রকলা

এক্ষেত্রে যথাক্রমে দুইটি শিরোনামই প্রথম এবং দ্বিতীয় শিরোনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে দুইটি বিষয়ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছে।

৫.৬ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

১। রেফারেন্সের উদ্দেশ্য এবং উপযোগিতা কী ?

২। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রেফারেন্স ব্যবহার করা হয় ?

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. Kishan Kumar : Cataloguing, New Delhi, 1993.

২. Tripathi, S. M. : Modern Cataloguing theory and Practice, Agra, Agarwala & Co., 1982.